

**স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এর স্বাস্থ্যখাত নিয়ে বই এর মোড়ক উন্মোচন**

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে উন্নয়নের যেসব ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রসরতা বেড়েছে তার মধ্যে স্বাস্থ্য অগ্রগণ্য। আর এই সফলতা কে লিপিবদ্ধ করতে ‘বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ’ দেশের স্বাস্থ্যখাত নিয়ে ‘স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর: বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের বিকাশ’ নামে একটি গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নেয়, যা প্রকাশিত হচ্ছে প্রথমা প্রকাশন থেকে। এবং সেই বইয়ের বহু প্রতিক্ষীত মোড়ক উন্মোচন আজ অনুষ্ঠিত হল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে।

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক, প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান, ডা. জহিরুল ইসলাম, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা, সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সির (সিডা) মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ড. মালেকা বানু । বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, রেহমান সোবহান, এবং সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এর উপদেষ্টা কমিটির আহবায়ক ড রওনক জাহান ।

এই গ্রন্থে দেশি ও প্রবাসী ৯৯ জন জনস্বাস্থ্যবিদ,গবেষক, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, শিক্ষক এবং সাংবাদিক তাদের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন , যা পড়ে সাধারণ পাঠক ধারণা করতে পারবেন গত পাঁচ দশকে স্বাস্থ্য খাতে কি কি পরিবর্তন এসেছে, কতটুকু অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, এবং তা প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় কতটা অনন্য।

সুইডিশ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন এজেন্সির (সিডা) স্বাস্থ্য উপদেষ্টা ডা. জহিরুল ইসলাম বলেন, “স্বাধীনতার ৫০ বছর একটি বড় মাইলফলক। আর বইটি স্বাস্থ্য খাতে একটি দলিল। আমাদের মাতৃ ও শিশুমৃত্যু কমেছে। কিন্তু স্বাস্থ্যে যে বৈষম্য বাড়ছে, সেটি খুবই দুঃখজনক। এ জন্য এই খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এ জন্য একটি স্বাস্থ্য কমিশন জরুরি।

জহিরুল ইসলাম বলেন, “একটি স্বাস্থ্য কমিশন গঠন এখন সময়ের দাবি । সরকার যদি না-ও করে, ব্যক্তি উদ্যোগে হলেও এটি হওয়া দরকার। তবে স্বাস্থ্য খাতে একটা পরিবর্তন হয়েছে। একই সঙ্গে আগামী ৫০ বছরের স্বাস্থ্য খাত কেমন হবে, সেটিও এখন থেকে ভাবতে হবে।“

সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আ ফ ম রুহুল হক বলেন, ‘স্বাধীনতা পরবর্তী আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এসেছে। আমরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য, জেলা সদর হাসপাতালসহ অনেক কিছু নির্মাণ করছি যা অনেকের কাছে বিস্ময় । এতে করে বিশ্বে আমাদের স্বাস্থ্য নিয়ে ইতিবাচক ধারণা হয়েছে।’

রুহুল হক বলেন, ‘ আমাদের দেশে স্বাস্থ্যখাতে অনেক দুর্নীতি আছে , তার পরও আমাদের এই সাফল্য প্রশংসণীয়

তাছাড়াও অনেক দেশ জিডিপির ২-৩ শতাংশ খরচ ব্যয় করে, আমাদের ১ শতাংশেরও কম। তার পরও আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এগিয়েছে, যেটি ইতিবাচক। তবে অনেক অব্যবস্থাপনাও রয়েছে। আমাদের পুষ্টির এখনো ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। এটির পরিবর্তন হওয়া দরকার। আমাদের ব্যক্তি খরচ অনেক বেশি। অভ্যন্তরীণ রোগীরা বিনা মূল্যে ওষুধ পেলেও বহির্বিভাগে এখনো এটি সেভাবে করা যায়নি। ফলে এই ব্যয় বেড়েই চলে ।

প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান বলেন, ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যে মোট ব্যয়ের ১৫ শতাংশ হওয়া দরকার, কিন্তু আমাদের ব্যয় মাত্র ৬ শতাংশ । এটা দুঃখজনক । এছাড়াও আমাদের সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা নেই বললেই চলে। আবার হাসপাতালগুলোতে নানা অব্যবস্থাপনা আর দুর্নীতি আছেই। অনেক দামি দামি একুইপমেন্ট কেনা হয়, কিন্তু সেগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না। হাজারো অনিয়মেও স্বাস্থ্যখাতের এই এগিয়ে চলা এক বিস্ময় । ’

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচের উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. রওনক জাহান বলেন, ‘ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় চিকিৎসাসেবায় আমরা অনেক পিছিয়ে। আমাদের দক্ষিণপূর্ব দেশগুলোর দিকে তাকেলে আমরা দেখতে পাই আমাদের অবস্থান কোথায় । থাইল্যান্ড গত ৬০ বছরে সর্বজনীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পেরেছে। কীভাবে পেরেছে, সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।’

রওনক জাহান বলেন, ‘আমরা সবাই বলছি অর্থায়ন বাড়াতে হবে। অপর পক্ষে যতটুকু বরাদ্দ হচ্ছে সেগুলো ব্যয় করতে পারছি না। এ ছাড়া সুশাসনের ঘাটতির বিষয়টা ২৫ বছর ধরে বলা হচ্ছে, তার পরও তেমন পরিবর্তন হচ্ছে না।’

অনুস্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান বলেন আমাদের দেশের NGO খাতের স্বাস্থ্যখাতের বিবর্তন করেছে। ব্রাকসহ কিছু প্রসিদ্ধ এনজিও বাংলাদেশের কলেরা প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে ।

তিনি আরও উল্লেখ করে বলেন যে অতীতের তুলনায় আমাদের হেল্‌থ পলিসি তে অনেক পরিবরতন এসেছে । এছাড়াও আমাদের আমাদের দেশে স্যানিটেশন এর যে পরিবর্তন দেখা যায় তা পার্শ্ববর্তী দেশের তুলনায় প্রশংসনীয় ।

তিনি সার্বিকভাবে বইয়ের বিষয়বস্তুর অনেক প্রশংসা করেন এবং বলেন স্বাধীনতার ৫০ বছর উৎযাপন লগনে এই বই এক অনবদ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন ।